ক্রীড়নক

সুকুমার চৌধুরী

যদি চুকে বুকে যেত এক লহমায়
বলতাম ‘থাক’।
গরীব পদ্যের মতো যদি ছুঁড়ে ফেলা যেত
এই সব অস্পষ্ট উদ্ধার
বলতাম ‘থাক’।
পারি কই। ভিখিরি করেছো আমায়।
খোলা কিতাবের মতো মেলেছি হৃদয়
তুমি তার শব্দ, কমা, রেফ আর পূর্ণচ্ছেদ খুঁড়ে
অশক্ত আমার দুর্বলতাগুলি খুব
নিপুণ পড়েছো।

আমার বাঘের মাথা ঝুঁকে আসছে ক্রমাগত
মাটিতে মিশে যেতে যেতে আমার চীৎকারগুলি
হোয়ে উঠছে সজল ভিক্ষের গান।
ভেঙ্গে পড়ছি একাকীত্বে যার রঙ কিছুটা ধুসর।

আমার শরীরভরা দাবানল, ঘাম
আর তুমি দিন দিন হোয়ে উঠছো সুন্দরতর।
অভিমানে রুদ্ধ হোয়ে উঠছে আমার কণ্ঠস্বর
আর তুমি জনপ্রিয় সঙ্গীতের মতো বেজে উঠছো রিন রিন।
ইদানিং সবাই করুনার চোখে দেখছে আমায়
আর একলা ঘরে টিকটিকির চোখেও
তুমি খুঁজে পাচ্ছো মুগ্ধতা।
ডরপোক হয়ে উঠছি দিন দিন।
নিজের ছায়াকে সেদিন মনে হলো আততায়ী।
আর সুন্দর তুমি সুন্দরতর তোমাকে ছুঁয়ে দেখছো আয়নায়
আর হাসতে হাসতে আমার প্রণয়াসক্ত মুখে
চড়িয়ে দিচ্ছ তোমার উন্মাদ লাগাম।

তোমার ইচ্ছেয় উঠছি, বসছি, শুচ্ছি যখন যেমন
আর জেগে উঠলেই মনে হোচ্ছে
যদি চুকে বুকে যেত এক লহমায়
হয়তো বলে উঠতাম ‘থাক’।